যুগান্তর

তারিখ 28 NOV 2006

এমবিবিএস ভর্তি কার্যক্রম ছয় সপ্তাহ স্থগিত করেছে হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ভর্তি সংক্রান্ত সব কার্যক্রম ৬ সপ্তাহ স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। আদালত একই সঙ্গে চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ফলাফল কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে এমবিবিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনার তদন্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে এ কমিটিকে তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বাতিল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের ষষ্ঠ দিনে সোমবার শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষা বাতিল না করা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী এবং বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখার এ আদেশ দেয়। এর আগে রোববার এ রিটের ওপর আংশিক শুনানির পর আদালত একদিনের জন্য ভর্তি কার্যক্রমের ওপর স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছিলেন। গতকাল ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী এবং সরকার— এই তিন পক্ষ উপস্থিত থেকে শুনানিতে অংশ নেয়। তবে ২২ জন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী মামলায় পক্ষ হওয়ার

স্থগিত: পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

স্থগিত: হাইকোর্ট

আবেদন করলে আদালত এ বিষয়ে কোন আদেশ দেননি। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা অবৈধভাবে ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টির জন্য এ রিট পিটিশন দায়ের করেছে। সরকার পক্ষের এটর্নি জেনারেল বলেন, সরকার বিষয়টি তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, রোববার রাতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মনিরুল ইসলামকে প্রধান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যে কর্মকৌশল শুরু করেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শেফায়েতউল্লাহ যুগান্তরকে জানান, তদন্ত কমিটির সদস্যরা তদন্তের বিষয়ে সোমবার কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বাতিল ও সংঘটিত অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার দাবি করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সোমবার আন্দোলনের ষষ্ঠ দিনে শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। সকাল সাড়ে ৯টায় শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল হাইকোর্টের দিকে রওনা হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন করে। কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। পরে শিক্ষার্থীরা আবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসে। হাইকোর্ট ভর্তি প্রক্রিয়ার কার্যক্রম ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে দুপুরে দিনের অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীরা জানায়, ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট চলবে। এ লক্ষ্যে আগামী ৩, ১০, ১৭ ও ২৪ ডিসেম্বর প্রতিদিন সকাল ৯টায় শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট শুরু হবে। শিক্ষার্থীরা আরও জানায়, দেশের সব মেডিকেল কলেজে অবস্থান ধর্মঘট ও মানববন্ধন অব্যাহত রয়েছে। দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন একযোগে চলবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ প্রকাশ

দেশের সরকারি মেডিকেলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ আহসান আখতার হাসীন সোমবার এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দা জানিয়ে ঘটনার তদন্তপূর্বক জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।